,

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন খুলনা বিভাগাধীন
ফুলতলা উপজেলায় আবাসিক প্লট বরাদ্দের

প্রসপেক্টাস ও আবেদনপত্র-২০১৬

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা ডিভিশন, খুলনা।

মূল্যঃ ১০০০.০০ টাকা মাত্র।

wbesite: www.nha.gov.bd
E-mail: chairman@nha.gov.bd

Download from www.nha.gov.bd Date: 24/06/2017

,

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট বরাদ্দের প্রসপেক্টাস-২০১৬

১। (ক) খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় আবাসিক প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী বাংলাদেশী নাগরিক/ব্যক্তিগণ **১০০০.০০ (এক হাজার)** টাকা মাত্র অফেরতযোগ্য মূল্যে ক্রয়কৃত প্রস্পেক্টাস এর সহিত নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

(খ) বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের নাগরিকগণ (NRB) প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের ক্ষেত্রে ঐ দেশের নোটারী পাবলিক/বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সম্মুখে সম্পাদিত হলফনামা আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের বরাবরে FC A/C.No. 0211-130000300 হিসাবে SWIFT CODE BKSIBDDHA002 BASIC BANK LIMITED (Main Branch) MOTIJHEEL, DHAKA, BANGLADESH-এর মাধ্যমে ১৫(পনের) মার্কিন ডলার জমা প্রদানক্রমে সংগ্রহ করিতে পারিবেন অথবা আবেদনকারী যেভাবে যে ঠিকানায় প্রস্পেক্টাস পাইতে ইচ্ছুক সে ঠিকানাটি ই-মেইল ও ফ্যাক্স যোগে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করিলে (National Housing Authority, 82, Segunbagicha, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : +88-02-9562762, Fax : +88-02-9562618, e-mail : chairman@nha.gov.bd) সেই ঠিকানায় প্রস্পেক্টাস প্রেরণ করা হইবে। তবে এইক্ষেত্রে ডাক মাশূলের খরচ আবেদনকারীকে বহন করিতে হইবে।

২। যদি কাহারো ফুলতলা উপজেলার ৫(পাঁচ) কিঃমিঃ এলাকার মধ্যে নিজ নামে, স্ত্রী/স্বামী/সন্তান/পোষ্যের নামে বা বেনামে বসবাসের জন্য কোন ঘর-বাড়ি অথবা জমি/ফ্ল্যাট থাকিলে এই প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত করিবার যোগ্য হইবেন না। এ বিষয়ে পরবর্তীতে উক্তরূপ প্রমাণিত হইলে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দের আদেশ বাতিল করা হইবে এবং জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

৩। প্রত্যেক আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক এর সম্মুখে নির্ধারিত ছকে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ১৫-১২-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পরে সম্পাদিত হলফনামা আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। NRB এর জন্য কর্মরত দেশের প্রচলিত ব্যবস্থা/বাংলাদেশ দূতাবাসের কোন কর্মকর্তার সম্মুখে সম্পাদিত হলফনামা আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

৪। কাঠা প্রতি জমির আনুমানিক মূল্য =৫,৫০,০০০/- (কথায়-পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) মাত্র। নিম্নে প্লটের আনুমানিক আয়তন ও সংখ্যা দেওয়া হইল :

ক্রমিক নং	প্লটের আয়তন	প্লটের সংখ্যা
১।	৫.০০ কাঠা	৩২ টি
২।	৩.০০ কাঠা	১২৮ টি

নিম্নলিখিত দপ্তর সমূহে অফিস চলাকালীন সময়ে **১০০০.০০ (এক হাজার)** টাকা নগদ গ্রহণ সাপেক্ষে পত্রিকায় প্রকাশিত তারিখ হইতে প্লটের প্রস্পেক্টাস বিক্রয় ও আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে :

(১) খুলনা ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খালিশপুর, খুলনা।
(২) ঢাকা ডিভিশন-১, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, মিরপুর, ঢাকা।
(৩) ঢাকা ডিভিশন-২, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
(৪) মিরপুর গৃহসংস্থান বিভাগ-২, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, মিরপুর, ঢাকা।
(৫) ই/এম ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গৃহায়ন ভবন (৭ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(৬) চট্টগ্রাম ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
(৭) সিলেট ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, শিবগঞ্জ, সিলেট।
(৮) রাজশাহী ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সপুরা, রাজশাহী।
(৯) দিনাজপুর ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, নিউ টাউন, দিনাজপুর।

৫। (ক) প্রত্যেক আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত হারে জামানতের টাকা চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ,এর অনুকুলে যে কোন তফসীলভুক্ত / বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে ব্যাংক ড্রাফ্ট/ পে অর্ডার এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে :

৫.০০ কাঠা আয়তনের প্লটের জন্য ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র।
৩.০০ কাঠা আয়তনের প্লটের জন্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা মাত্র ।

Download from www.nha.gov.bd Date: 24/06/2017

,

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। তাহারা অবশ্যই সমপরিমাণ টাকা পাউন্ড স্টার্লিং/আমেরিকান ডলারে চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকার বরাবরে FC A/C. No. 0211-130000300 হিসাবে SWIFT CODE BKSIBDDHA 002 BASIC BANK LIMITED (Main Branch) MOTIJHEEL, DHAKA, BANGLADESH-এর মাধ্যমে প্রদান করিবেন। তাহাদের ক্ষেত্রে ঐ দেশের নোটারী পাবলিক/বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সম্মুখে সম্পাদিত হলফনামা আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। বিদেশী আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জামানতের অর্থ বাংলাদেশী মুদ্রায়/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে না।

(খ) যাহারা প্লট পাইবেন না তাহাদের জামানতের টাকা বরাদ্দ প্রাপকের তালিকা প্রকাশের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খালিশপুর, খুলনা অফিস হইতে ফেরত দেওয়া হইবে। তবে কোন প্রকার সুদ প্রদান করা হইবে না।

(গ) সকল আবেদনকারী তাহাদের জামানতের টাকা যে ব্যাংক ও একাউন্ট নম্বরে ফেরত পাইতে ইচ্ছুক তাহার একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা আবেদনপত্রে উল্লেখ করিবেন। যে সকল আবেদনকারী প্লট পাইবে না অথবা প্লট পাইলে পরবর্তীতে নিতে আগ্রহী হইবেন না তাহাদের জামানতের টাকা উক্ত একাউন্ট নম্বর ও ঠিকানায় আবেদন সাপেক্ষে প্রেরণ করা হইবে।

৬। যে সকল আবেদনকারী প্লটের বরাদ্দ পাইবেন, তাহাদের প্রদত্ত জামানতের টাকা জমির মূল্যের প্রথম কিস্তির সহিত সমন্বয় করা হইবে। আবেদনকারীগণ প্লট বরাদ্দ পাওয়া সত্ত্বেও প্লট নিতে ইচ্ছুক না হইলে, তাহারা জামানতের টাকা ফেরত চাহিয়া আবেদন করিলে আবেদন প্রাপ্তির স্বল্প সময়ের মধ্যে জমাকৃত জামানতের অর্থ সুদ বিহীন ফেরত দেওয়া হইবে।

৭। আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে।

৮। যাহাদের বাৎসরিক আয় ২,৫০,০০০.০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে তাহাদেরকে TIN সার্টিফিকেট আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। চাকুরীজীবি আবেদনকারীদের বেতন স্কেল ও মাসিক বেতন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর সার্টিফিকেট আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকদের উক্ত সার্টিফিকেট বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত করিয়া সংযুক্ত করিতে হইবে। ক্রমিক নং-১০ (ক), (খ), (ছ), (জ) এবং (ঞ) তে উল্লেখিত পেশাজীবি গ্রুপে ব্যতিত অন্যান্য আবেদনকারীগণ, যাহাদের বাৎসরিক আয় ২,৫০,০০০.০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার নিচে, তাহাদের আয়ের স্বপক্ষে ১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় চাকুরীরত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা/চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ/মেয়র, পৌরসভা কর্তৃক সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

৯। আবেদনকারীর বয়স ১৫-১২-২০১৬ ইং তারিখে ন্যূনতম ২৫ বৎসর হইতে হইবে।

১০। আবেদনকারীকে তাহার পেশা হিসাবে নিম্নবর্ণিত গ্রুপের যে কোন পেশা উল্লেখ করিতে হইবে। কোন আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত (ক) গ্রুপ হইতে (ঝ) গ্রুপ অন্তর্ভূক্ত না হইলে অন্যান্য (ঞ) গ্রুপ তাহার পেশার বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে। কোন কোটায় প্লটের প্রাপ্যতা অপেক্ষা দরখাস্ত কম হইলে অথবা দরখাস্ত না পাওয়া গেলে অবশিষ্ট প্লটসমূহ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোটায় সরাসরি সংযোজিত হইবে।

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	কোটার হার
(ক)	সরকারী / আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার চাকুরীজীবি	১০%
(খ)	বেসরকারী চাকুরীজীবি	১২%
(গ)	বিদেশে কর্মরত ওয়েজ আর্নার (বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী)	১০%
(ঘ)	ব্যবসায়ী/শিল্পপতি	২০%
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে জমি হুকুম দখলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি	১৫%
(চ)	মুক্তিযোদ্ধা	০৫%
(ছ)	সাংবাদিক/সাহিত্যিক/শিল্পী/ক্রিড়া ব্যক্তিত্ব	০৩%
(জ)	প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়/জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	০২%
(ঝ)	সংরক্ষিত কোটা	২০%
(ঞ)	অন্যান্য	০৩%
	সর্বমোট	১০০%

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বর্ণিত ঝ কোটায় সরাসরি কেউ আবেদন করিতে পারিবেন না। উক্ত কোটায় মন্ত্রনায়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বরাদ্দ দেওয়া হবে।

১১। চাকুরীজীবি আবেদনকারীকে তাহার চাকুরীতে যোগদানের তারিখ বিষয়ে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১২। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারীগণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র/সাময়িক সনদপত্রের সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে।

Download from www.nha.gov.bd Date: 24/06/2017

১৩। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান /স্ত্রী উক্ত প্রকল্পের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

১৪। অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবিকে অবসর গ্রহণের নোটিফিকেশন, শেষ বেতন স্কেল ও মোট বেতনের সার্টিফিকেট ১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতঃ আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১৫। প্রকল্প এলাকার জমি অধিগ্রহণ জনিত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ যাহারা (ঙ) গ্রুপে আবেদন করিবেন, তাহাদিগকে এওয়ার্ড সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে।

১৬। সাংবাদিক/সাহিত্যিক/শিল্পী/ক্রিড়া ব্যক্তিত্ব কোটায় আবেদনকারীগণকে স্ব স্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

১৭। ব্যবসায়ী /শিল্পপতি কোটায় আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সনদ/ ট্রেড লাইসেন্স সংযুক্ত করতে হবে।

১৮। জমির মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি :

(ক) প্রথম কিস্তি: বরাদ্দকৃত জমির মোট মূল্যের ৪০% টাকা বরাদ্দ পত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। জামানতের টাকা প্রথম কিস্তির সহিত সমন্বয় করা হইবে।
(খ) দ্বিতীয় কিস্তি: বরাদ্দ পত্র জারীর ১২ (বার) মাসের মধ্যে ৯% সুদসহ মোট মূল্যের ২০% টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।
(গ) তৃতীয় কিস্তি: বরাদ্দ পত্র জারীর ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে মোট ৯% সুদসহ মূল্যের ২০% টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।
(ঘ) চতুর্থ কিস্তি: বরাদ্দ পত্র জারীর ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে ৯% সুদসহ মোট মূল্যের ২০% টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।
অর্থাৎ সর্বমোট ১০০% মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(ঙ) বরাদ্দপত্র জারীর ৩০ দিনের মধ্যে প্লটের মূল্য সুদ ব্যতিত এককালীন অথবা জমির ৪র্থ কিস্তির টাকা পরিশোধের ৬ (ছয়) মাস পর প্লটের বাস্তব দখল হস্তান্তরসহ লীজ দলিল রেজিস্ট্রি করিবার ব্যবস্থা আবেদনকারীর আবেদন পত্রের প্রেক্ষিতে করা হইবে। ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বরাদ্দ গ্রহিতাকে বহন করিতে হইবে।

(চ) লীজ দলিল সম্পাদনের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে অবশ্যই জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর ছাড়পত্র এবং স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নক্শা অনুযায়ী বাড়ী নির্মাণ করিতে হইবে। অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল পূর্বক জমাকৃত অর্থের ৫% বাজেয়াপ্ত করিয়া অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে।

(ছ) যাহারা বরাদ্দের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জমির মূল্যের প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইবেন তাহারা অতিরিক্ত ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ৯% সুদসহ ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে পারিবেন। অন্যথায় তাহাদের বরাদ্দপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এক্ষেত্রে কোন নোটিশ জারী করা হইবে না।

(জ) প্রথম কিস্তির টাকা প্রদানের পর যাহারা সময়মত অন্যান্য কিস্তির মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইবেন, তাহাদেরকে কিস্তির জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত খেলাপী টাকার উপরে ১৩% হারে , ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রান্ত হলে খেলাপী টাকার উপর ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত ১৬% হারে সুদ সহ টাকা গ্রহণ করা যাবে। তবে ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময় খেলাপী হলে কেন বরাদ্দ বাতিল করা হবে না তার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে এবং যুক্তিসংগত কারন বিবেচনায় ০১ (এক) বছর পর্যন্ত ১৮% এবং ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত ২১% হারে সুদ নেওয়া যাবে। তবে খেলাপী কাল ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক হলে বরাদ্দ বাতিল হবে। তবে যুক্তিসংগত কারন বিবেচনায় যে কোন মেয়াদী খেলাপী চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদক্রমে কেস টু কেস নিষ্পত্তি করা যাবে।

২০। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ নির্ধারিত এফ সি একাউন্টস্ এর মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশী মুদ্রায় জমির মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবেন। সরকার (এই ক্ষেত্রে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ) জমাকৃত অর্থ ফেরত দিলে উহা বাংলাদেশী মুদ্রায় ফেরত দেওয়া হইবে। বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিময় হারের জন্য জামানতের অর্থ বাংলাদেশী মুদ্রায় হ্রাস পাইলে তাহা গ্রহণে সম্মত থাকিতে হইবে।

২১। অসম্পূর্ণ এবং ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করিলে বা ভুল তথ্য পরিবেশন করিলে এবং প্রমাণিত হইলে, বরাদ্দপত্র বাতিল করা হইবে এবং জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

২২। একান্নভুক্ত পরিবার হইলে মাত্র একটি আবেদন করা যাইবে। একান্নভুক্ত পরিবারের সদস্যগণ একাধিক প্লট বরাদ্দ পাইলে এবং তাহা কোন সময়ে প্রমাণিত হইলে, প্লট বরাদ্দ বাতিল করা হইবে এবং প্লটের জন্য জমাকৃত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তবে বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২৩। আবেদনকারীর সঠিক বয়স প্রমাণের জন্য ১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় চাকুরীরত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটের অনুলিপি আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। যাহারা এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাশ করেন নাই, তাহাদের বয়স প্রমাণের জন্য ভোটার আইডি কার্ড/জন্ম নিবন্ধন সনদ/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের কমিশনারের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।

Download from www.nha.gov.bd Date: 24/06/2017

২৪। আবেদনকারীকে প্রকল্প এলাকার যে কোন স্থানে বরাদ্দকৃত প্লট গ্রহণে সম্মত থাকিতে হইবে।

২৫। জমির মূল্য সাময়িকভাবে কাঠা প্রতি ৫,৫০,০০০/- (টাকা- পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) মাত্র টাকা ধার্য করা হইয়াছে। যে কোন কারণে প্রকল্পের উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উক্ত জমির মূল্য আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইবে, যাহা পরিশোধে সম্মত থাকিতে হইবে। উক্ত বর্ধিত মূল্য বরাদ্দ প্রাপকগণকে শেষ কিস্তির সহিত পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় বরাদ্দপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রদানকৃত জামানতের টাকা (সুদবিহীন) ফেরত দেওয়া হইবে।

২৬। আবেদনপত্রের সহিত আবেদনপত্র ক্রয়ের মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

২৭। প্রস্পেক্টাসে উল্লেখিত যে কোন শর্ত/শর্তাদি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়ে পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/ সংযোজন/ বিয়োজন এর ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৮। প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে খুলনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দাগণের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(খন্দকার মোঃ আখতারুজামান)
চেয়ারম্যান
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোন : (০২) ৯৫৬২৭৬২

NHA

- আবাদী জমি রক্ষা করি, পরিকল্পিত আবাস গড়ি *

Download from www.nha.gov.bd Date: 24/06/2017

,

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় আবাসিক প্লট বরাদ্দের

আবেদনপত্র

আবেদনপত্রের ক্রমিক নম্বর

অফিস কর্তৃক পূরণ করা হইবে

২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি

১ (এক) কপি সুদৃঢ়ভাবে আঠা দিয়ে লাগাইতে হইবে

১। আবেদনকারীর নাম (স্পষ্ট অক্ষরে) ঃ
বাংলায় ....
ইংরেজীতে (ক্যাপিটাল লেটারে)..

২। পিতা / স্বামীর নামঃ ...., মাতার নাম ঃ ....

৩। আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ঃ ...., বয়স ঃ ....
(বয়সের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

৪। বর্তমান ঠিকানা ঃ ....
....
টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ .... মোবাইল ঃ ....

৫। স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....
(প্রমানপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। ভোটার আই ডি নং (যদি থাকে) ঃ ....

৭। পেশার বিবরণ ঃ
(ক) অফিস/সংস্থা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
(খ) চাকুরীজীবি হইলে ঃ ১। পদের নাম ঃ   ২। বেতন স্কেল ঃ
৩। বর্তমান প্রাপ্ত মূল বেতন ঃ   ৪। চাকরীতে যোগদানের তারিখ ঃ
৫। মেয়াদ কাল ঃ
(গ) ব্যবসায়ী হইলে ব্যবসার ধরণ ঃ
(ঘ) অন্যান্য উৎস হইতে আয় ঃ
(আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণ পত্র এবং আয়কর সনদের সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে)

৮। টি আই এন নম্বর (যদি থাকে)ঃ ....

৯। (ক) প্রসপেক্টাস ও আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদ নম্বর ঃ.........................., তারিখ ঃ ....
(মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে)
(খ) চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে জমাকৃত ব্যাংক ড্রাফ্ট নংঃ..
টাকার পরিমাণঃ ...., তারিখঃ ....
ব্যাংকের নাম ঃ ...., শাখা ঃ ....
(গ) বৈদেশিক আবেদনকারী FC A/C. No. 0211-130000300 হিসাবে SWIFT CODE BKSIBDDHA 002 BASIC BANK LIMITED (Main Branch) MOTIJHEEL, DHAKA, BANGLADESH- এ অর্থ প্রেরণের বিবরণঃ
....
(প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে)।

১০। আবেদনকৃত প্লটের পরিমাণ ঃ
(কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষা মাজা/ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না)

১১। যে পেশা/কোটায় প্লট পাইতে আগ্রহী ঃ
(কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষা মাজা/ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না)

১২। প্রসপেক্টাসে বর্ণিত চাহিদামতে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৩। হলফনামার তারিখ ঃ ....

১৪। আবেদনকারীর (নিজ নামে) অন লাইন ব্যাংক হিসাব নম্বর (যদি থাকে) ঃ ....,
ব্যাংকের নাম ঃ ...., শাখাঃ ....,
(জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার উপরোক্ত প্রদত্ত তথ্যসমূহ নির্ভুল এবং সত্য।

আবেদনের তারিখ ঃ ....

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

(বিঃ দ্রঃ আবেদনপত্র পূরণ করিবার পূর্বে অনুগ্রহ পূর্বক প্রসপেক্টাস মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবেন)

Download from www.nha.gov.bd   Date: 24/06/2017

,

পরিশিস্ট-খ

ছবি

৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে
হলফ নামার নমুনা

আমি :.....
পিতা/স্বামী :.....মাতা.....
জন্ম তারিখ :.....
বর্তমান ঠিকানা :.....
ঠিকানায় বসবাসরত এবং আমার স্থায়ী ঠিকানা : .....গ্রাম .....
ডাকঘর :..... থানা :.....
জেলা : .....নাগরিকত্ব .....

এ মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করছি যে, নিজস্ব বসবাসের জন্য আমার একটি আবাসিক প্লটের প্রয়োজন এবং আরো অঙ্গীকার করছি যে, ফুলতলা উপজেলায় ৫ কিঃ মিঃ এলাকার মধ্যে কোথাও আমার নিজের নামে/স্ত্রী/স্বামী/সন্তান/পোষ্যের নামে কিংবা বেনামে ইতোপূর্বে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের, সরকারী বা অন্যকোন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হইতে জমি/ফ্ল্যাট বরাদ্দ পাইনি।

আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, প্রসপেক্টাসের যাবতীয় শর্তাবলী এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল শর্তাবলীও মেনে চলবো।

উর্পযুক্ত ঘোষনা সত্য ও নির্ভুল।

.....
হলফকারীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

হলফকারী আমার পরিচিত,
তিনি আমার সম্মুখে সহি সম্পাদন করেছেন,
আমি তার পরিচয় প্রদানকারী

.....
এডভোকেট

নোটারী পাবলিক/প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট

.....
বিদেশে চাকুরীরত/কর্মরত প্রার্থীদের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের নোটারী পাবলিক /
বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর

Download from www.nha.gov.bd Date: 24/06/2017

,

Download from www.nha.gov.bd Date: 24/06/2017